কুষ্টিয়ায় নির্মিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক মানের স্টেডিয়াম

কুষ্টিয়ায় নির্মিত হচ্ছে খুলনা বিভাগের মধ্যে সবচেয়ে বড় ও আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত আন্তর্জাতিক মানের শেখ কামাল স্টেডিয়াম। ১৩ একর জায়গা নিয়ে প্রায় ৪৪ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত হচ্ছে এই স্টেডিয়ামটি।

এরই মধ্যে স্টেডিয়ামটির নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। ২০২৩ সালে স্টেডিয়ামটি উদ্বোধন করার কথা রয়েছে।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত এই স্টেডিয়ামটি নির্মাণ শেষ হলে দীর্ঘদিনের ঝিমিয়ে পড়া কুষ্টিয়া জেলার ক্রীড়াঙ্গণ আবারো প্রাণ ফিরে পাবে।

দেশের ক্রীড়াঙ্গণে কুষ্টিয়া জেলার অসামান্য অবদান রয়েছে। এই মাঠ থেকেই উঠে এসেছেন জাতীয় ক্রিকেট দলের সাবেক অধিনায়ক হাবিবুল বাশার সুমন, মোহাম্মদ মিথুন, এনামুল হক, বিজয়দের মতো তারকা সব খেলোয়াড়। ক্রিকেটের পাশাপাশি ফুটবলেও আকরাম, আশরাফুলের মতো তারকা খেলোয়াড়দের জন্ম এই কুষ্টিয়া জেলায়।

কিন্তু ভালো মানের স্টেডিয়ামসহ নানা সংকটের কারণে দীর্ঘদিন ধরে জেলার ক্রীড়াঙ্গণ যেনো অনেকটায় ঝিমিয়ে পড়েছে। তবে দেরিতে হলেও কুষ্টিয়ায় নির্মিত হচ্ছে শেখ কামাল স্টেডিয়াম। পুরনো স্টেডিয়াম ভেঙে প্রায় ৪৪ কোটি টাকা ব্যয়ে সেখানে নির্মিত হচ্ছে আধুনিক মানের আন্তর্জাতিক এই স্টেডিয়ামটি।

কুষ্টিয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট অনুপ কুমার নন্দী জানান, নতুন এই স্টেডিয়ামে ক্রিকেট এবং ফুটবল দুটি খেলাই যাতে অনুষ্ঠিত হতে পারে সেভাবেই নকশা তৈরি করা হয়েছে। ক্রিকেট পিচের পাশেই থাকবে পুরোপুরি একটি ফুটবল মাঠ। জিমনেশিয়াম, সুইমিং পুল, খেলোয়াড়দের জন্য আবাসনের ব্যবস্থা, আধুনিক গ্যালারি, প্রেস বক্স, সম্প্রচার পিসিআর, প্রেসিডেন্স এরিয়াসহ আন্তর্জাতিক ভ্যেনুর সকল সুযোগ-সুবিধাই থাকবে এই স্টেডিয়ামে।

আন্তর্জাতিক মানের এই স্টেডিয়ামের নির্মাণ কাজ শুরু হওয়ায় খুশি

জেলার ক্রীড়াঙ্গনের সাবেক ও বর্তমান খেলোয়াড়রাও। তারা দ্রুত এই স্টেডিয়ামটির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করার দাবি জানান।

বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের নির্বাচক কুষ্টিয়ার কৃতি সন্তান হাবিবুল বাশার সুমনের কণ্ঠেও উচ্ছ্বাসের সুর।

তিনি জানান, শেখ কামাল স্টেডিয়ামটি হবে আন্তর্জাতিক স্টেডিয়াম। আমরা এখানে বসেই আন্তর্জাতিকমানের খেলা দেখার সুযোগ পাবো। এটি কুষ্টিয়াবাসীর জন্য একটি বড় অর্জন বলে তিনি মনে করেন।

আওয়ামী লীগের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক ও কুষ্টিয়া-৩ আসনের সংসদ সদস্য মাহবুবউল আলম হানিফ এমপি জানিয়েছেন, বিভিন্ন গুণে গুণান্বিত শেখ কামাল। তার নামেই নামকরণ করা হয়েছে এই স্টেডিয়ামটি। এটি নির্মাণ সম্পন্ন হলে কুষ্টিয়ার ক্রীড়াঙ্গনে এক নবদিগন্তের সূচনা হবে।

কুষ্টিয়ায় অজ্ঞাত বৃদ্ধ এবং যুবকের মরদেহ উদ্ধার

কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে অজ্ঞাত এক বৃদ্ধের মরদেহ এবং নিখোঁজের দুইদিন পর ভেড়ামারা থেকে রক্সি পেইন্টের এরিয়া ম্যানেজার লোকমান হোসেনের বস্তাবন্দী লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

বুধবার সকালে কুমারখালি উপজেলার নন্দলালপুর ইউনিয়নের আলাউদ্দিন নগর বাজার এলাকা এবং ভেড়ামারা হাইস্কুলের গলি থেকে তাদের মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

পুলিশ ও এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে, গতকাল মঙ্গলবার রাতে কুষ্টিয়া-রাজবাড়ী সড়কের কুমারখালীর আলাউদ্দিন নগর বাজারের মোক্তার হোসেনের মার্কেট এলাকায় আসেন বৃদ্ধ।
বাজারের নৈশপ্রহরীরা রাতে তাঁকে মার্কেট এলাকায় বসে থাকতে দেখেন। পরে আজ ভোরে মারা যান তিনি। খবর পেয়ে পুলিশ মরদেহটি উদ্ধার করে। মৃত ওই বৃদ্ধের আনুমানিক বয়স ৬৫ বছর। তাঁর পরনে ছিল কালো রঙের

প্যান্ট।

সুরতহাল শেষে ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহটি কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

এ বিষয়ে নৈশপ্রহরী ইমরান হোসেন বলেন, ‘গতকাল রাতে মোক্তার হোসেন মার্কেটের সামনে আসেন ওই বৃদ্ধ। তাঁর কাছে ঠিকানা জানতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তিনি কোনো নাম-ঠিকানা বলতে পারেননি। পরে তাঁকে একটি বোতল থেকে পানি খেতে দেখি। এরপর আজ ভোরে মারা যান ওই বৃদ্ধ।’

কুমারখালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কামরুজ্জামান তালুকদার বলেন, খবর পেয়ে মরদেহ উদ্ধার করে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পেলে মৃত্যুর আসল কারণ জানা যাবে। তবে, ধারণা করা হচ্ছে তিনি মানসিক ভারসাম্যহীন ছিলেন।

এদিকে ভেড়ামারা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি মুজিবুর রহমান জানান, নিখোঁজের দুইদিন পর কুষ্টিয়ার ভেড়ামারা থেকে রক্সি পেইন্টের এরিয়া ম্যানেজার লোকমান হোসেনের বস্তাবন্দী লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। লোকমান হোসেন চৌড়হাস এলাকার বাসিন্দা। তিনি রক্সি পেইন্টের এরিয়া ম্যানেজার ছিলেন। ১ আগষ্ট ভেড়ামারা থেকে নিখোঁজ হলে ভেড়ামারা থানায় জিডি করেন তার স্ত্রী। এরপর আজ বুধবার তার মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ।

দেশকে বাঁচাতে বসতবাড়ি ও খোলা জায়গায় বেশি করে বৃক্ষরোপণ করতে হবে

“বৃক্ষ প্রাণে প্রকৃতি-প্রতিবেশ আগামী প্রজন্মের টেকসই বাংলাদেশ” এই স্লোগান নিয়ে বুধবার সকালে কুষ্টিয়া কালেক্টরেট চত্বরে ৭ দিনব্যাপী বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষ মেলা উদ্বোধন করা হয়েছে।

জেলা প্রশাসন ও সামাজিক বন বিভাগের আয়োজনে কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম এ মেলার উদ্বোধন করেন।

এসময় তিনি তার বক্তব্যে বলেন, পরিবেশের অবক্ষয় থেকে রক্ষা করতে এবং পুষ্টি ও কাঠের চাহিদা হ্রাসের পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তনের বিপর্যয় থেকে দেশকে বাঁচাতে বসতবাড়ি ও খোলা জায়গায় বেশি করে বৃক্ষরোপণের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন।

তিনি আরও বলেন, আপনারা বেশি বেশি করে বৃক্ষ রোপন করেন। তাহলে আমাদের দেশ বাঁচবে আমরা অক্সিজেন বেশি বেশি পাব। দেশে বৃষ্টিপাত বেশি হবে। আপনারা দেখছেন একটা দেশের বনভূমির পরিমাণ যদি কমে যায় তাহলে সেই রাষ্ট্রে বিভিন্ন অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটে। তাই তিনি সবার উদ্দেশ্যে বলেন আপনারা বাড়িতে বেশি বেশি করে গাছ লাগান পরিবেশ বাঁচান।

কুষ্টিয়া সামাজিক বন বিভাগের বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, জি, এম, মোহাম্মদ কবিরের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, কুষ্টিয়ার পুলিশ সুপার মোঃ খাইরুল আলম, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর উপ-পরিচালক, ড.হায়াত মাহমুদ, কুষ্টিয়া জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আলহাজ্ব মোঃ সদর উদ্দীন খান, কুষ্টিয়া জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোঃ আজগর আলী।

এছাড়াও আরও উপস্থিত ছিলেন, ফরেস্টার তাপস কুমার সেনগুপ্ত, কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলা বন কর্মকর্তা আবু বকর সিদ্দিক, কুষ্টিয়া সামাজিক বন বিভাগের উচ্চমান সহকারী মোঃ আবেদ আলীসহ বিভিন্ন উপজেলার কর্মকর্তা কর্মচারী বূন্দ।

এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী এবং ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ। মেলা প্রাঙ্গণে বিভিন্ন সরকারি দপ্তর, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মোট ৫২টি স্টল স্থাপন করা হয়েছে। বৃক্ষমেলা চলবে ২ আগস্ট পর্যন্ত।

চিংড়ি মাছে জেলি দিয়ে ওজন বৃদ্ধি, কুষ্টিয়ায় চার ব্যবসায়ীকে জরিমানা

কুষ্টিয়া পৌর বাজার ও চৌড়হাস মোড়ে ফয়সাল মার্কেটে চিংড়ি মাছে জেলি পুশ করে ওজন বৃদ্ধি করে বিক্রির অভিযোগে চার মাছ ব্যবসায়ীকে বিশ হাজার টাকার জরিমানা করা হয়েছে।

মঙ্গলবার জেলা ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর এই অভিযান পরিচালনা করেন।

এ সময় সংস্থাটির কুষ্টিয়া জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক সুচন্দন মন্ডল, সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা সুদীপ বিশ্বাসসহ আইন শৃংঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর কুষ্টিয়া জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক সুচন্দন মন্ডল জানান, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায় কুষ্টিয়া পৌর বাজার ও চৌড়হাস মোড়ে ফয়সাল মার্কেটে কিছু ব্যবসায়ী মাছে জেলি পুশ করে অবৈধভাবে মাছের ব্যবসা করছেন। এতে প্রতারিত হচ্ছেন ক্রেতারা। বিষয়টি আমলে নিয়ে মাঠে নামেন ভোক্তা অধিকারের টিম। ঘটনার সত্যতা পেয়ে চিংড়িতে জেলি পুশ করা চিংড়ি বিক্রয়ের অপরাধে জসিমের মাছের দোকান কে ৪ হাজার, শামসুলের মাছের দোকান কে ৩ হাজার, আসলামের মাছের দোকান কে ৩ হাজার এবং আল্লাহর দান মৎস্য ভান্ডার কে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। একই সঙ্গে ওসব দোকানের জেলিযুক্ত মাছ ধ্বংস করা হয়।

জনস্বার্থে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও জানান ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর বগুড়ার সহকারী পরিচালক।

সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা সুদীপ বিশ্বাস জানান, চিংড়ির ওজন বৃদ্ধির জন্য জেলি পুশ করা হলেও এই জেলি খাবারের সাথে মিশে কিডনি নষ্টসহ বিভিন্ন রোগের সৃষ্টি করে।

কুষ্টিয়ায় জেলা পরিষদের উদ্যোগে শিক্ষার্থীদের মাঝে সাইকেল বিতরণ

কুষ্টিয়ায় দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ায় মননশীল করতে কুষ্টিয়া জেলা পরিষদের উদ্যোগে অস্বচ্ছল ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীর মাঝে বাইসাইকেল বিতরণ করা হয়েছে।

মঙ্গলবার সকালে কুষ্টিয়া জেলা পরিষদ চত্বরে কুষ্টিয়া জেলা পরিষদের পরিষদ প্রশাসক হাজী রবিউল ইসলাম প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এসব বিতরণ করেন।

এসময় তিনি বলেন, বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার শিক্ষার্থীদের মানোন্নয়নে বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছে। এরমধ্যে মেধাবী শিক্ষার্থীদের মাঝে বাইসাইকেল বিতরণ একটি প্রকল্প। আমরা চাই প্রত্যেকটি শিক্ষার্থী যেন সুশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে সমাজ গঠনে অগ্রণী ভূমিকা রাখে। আজকের শিক্ষার্থীরা সুশিক্ষায় শিক্ষিত হলে দেশ এগিয়ে যাবে। আর এসব শিক্ষার্থীরা যাতে ঝড়ে পড়ে না যায় সেজন্য শিক্ষক মহল ও অভিভাবকদের সচেতন থাকার আহবান জানান তিনি।

কুষ্টিয়া জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মুন্সী মোঃ মনিরুজ্জামানের সভাপতিত্বে এসময় কুষ্টিয়া জেলা পরিষদের সহকারী প্রকৌশলী মোঃ শফিকুল আজম, সদস্য মোঃ শরিফুল ইসলাম, প্রশাসনিক কর্মকর্তা মোঃ শাহিনুজ্জামান সহ কর্মচারীবৃন্দ, শিক্ষার্থী ও অভিভাবক উপস্থিত ছিলেন।

কুষ্টিয়া জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মুন্সী মোঃ মনিরুজ্জামান জানান, কুষ্টিয়া জেলা পরিষদের উদ্যোগে ও বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) প্রকল্পের আওতায় ১০জন অস্বচ্ছল মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীর মাঝে বাই সাইকেল বিতরণ করা হয়।

কুষ্টিয়ায় নোংরা পরিবেশে মিষ্টি তৈরি, দুই দোকানীকে জরিমানা

কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে মিষ্টির দোকানে অভিযান চালিয়েছে ভোক্তা সংরক্ষণ অধিদফতর। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে নোংরা ও পঁচা দ্রব্যসামগ্রী দিয়ে মিষ্টি তৈরি করে বিক্রি করার অপরাধে তাদের জরিমানা করা হয়।

বৃহস্পতিবার (২১ জুলাই) দুপুরে উপজেলার বাঁশগ্রামে এই ভেজালবিরোধী অভিযান চালানো হয়। এ সময় নোংরা পরিবেশে মিষ্টি তৈরির জন্য দুই প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা করা হয়।

ভোক্তা অধিকার অধিদফতরের কুষ্টিয়ার সহকারী পরিচালক সুচন্দন মন্ডল অভিযানে নেতৃত্ব দেন।

এসময় তিনি জানান, মিষ্টি তৈরির কারখানায় অস্বাস্থ্যকর নোংরা পরিবেশ ও বেশ কয়েকদিন আগের পঁচা বাসি মিষ্টি এবং তৈরিকৃত দই-মিষ্টিতে মশা-মাছি, পোকা দেখতে পায় এবং শিরার ভেতর মাছি ও পোকামাকড় মরে পড়ে আছে। পঁচা, বাসি ও পোকাযুক্ত সেই শিরা দিয়ে বিভিন্ন ধরনের মিষ্টি বানানো হচ্ছে।
পরে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর ৪৩ ধারা মোতাবেক শচীন দধি ও মিষ্টান্ন ভাণ্ডার এবং সোনারগাঁও হোটেলের মালিককে ২০ হাজার করে মোট ৪০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।
তিনি জানান, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে নোংরা ও পঁচা দ্রব্যসামগ্রী দিয়ে মিষ্টি তৈরি করে বিক্রি করা যায় তা বিশ্বাস করা কষ্টকর। যদি ন্যূনতম দায়বদ্ধতা থাকত তাহলে এভাবে তারা মিষ্টি উৎপাদন করত না।

তদারকিতে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করেন জেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর (ভারপ্রাপ্ত) জনাব সুলতানা রেবেকা নাসরীন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীল সদস্যরা।

কুষ্টিয়ায় ব্যবসায়ীকে হত্যার ঘটনায় এক আসামির ফাঁসি, আরেকজনের যাবজ্জীবন

কুষ্টিয়া শহরের ব্যবসায়ী আবুল কাশেম হত্যা মামলায় আজাদ হোসেন
(৫৩) নামের এক আসামির ফাঁসি এবং মিন্টু (৪৬) আলী নামের আরেক আসামিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছে আদালত। একই সঙ্গে তাঁদের উভয়কে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা এবং অনাদায়ে আরও এক বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত।

বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ১২টার দিকে কুষ্টিয়া জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক মো. তাজুল ইসলাম এই রায় ঘোষণা করেন।

ফাঁসির দণ্ডপ্রাপ্ত আজাদ হোসেন কুষ্টিয়ার পৌরসভার আড়ূয়াপাড়া এলাকার মৃত জহির উদ্দিনের ছেলে এবং যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্ত মিন্টু আলী হাউজিং এলাকার মহিউদ্দিন ওরফে পটলার ছেলে।

রায় ঘোষণার সময় আসামি মিন্টু আদালতে উপস্থিত থাকলেও ফাঁসির দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি আজাদ পলাতক ছিলেন। পরে পুলিশ পাহারায় মিন্টুকে জেলা কারাগারে পাঠানো হয়।

কুষ্টিয়া জজ আদালতের পিপি অনুপ কুমার নন্দী এসব তথ্য নিশ্চিত করেন। মামলার নথি সূত্রে জানা যায়, ২০১৪ সালের ১৪ আগস্ট রাত পৌনে ১০টার দিকে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে বাড়ি ফেরার সময় কুষ্টিয়ার শহরের থানাপাড়া এলাকার ফাস্ট ফুড ব্যবসায়ী আবুল কাসেমকে ছুরিকাঘাত করে আসামি আজাদ এবং মিন্টু। এই ঘটনায় কাসেমের ছেলে ইফতেখার আহাম্মেদ নাঈম বাদী হয়ে কুষ্টিয়া মডেল থানায় আজাদ এবং মিন্টুর নাম উল্লেখ করে এবং অজ্ঞাত আরও ২ / ৩ জনের নামে কুষ্টিয়া মডেল থানায় হত্যা মামলা দায়ের করেন। ঘটনার দিন পুলিশের অভিযানে আজাদকে গ্রেপ্তার হয়।

এই মামলায় দীর্ঘ তদন্ত শেষে আসামি আজাদ এবং মিন্টুর বিরুদ্ধে চূড়ান্ত তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা।পরে দীর্ঘ শুনানি শেষে এবং ১০ সাক্ষীর সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে আদালত এই রায় ঘোষণা করেন।

কুষ্টিয়া জজ আদালতের পিপি অনুপ কুমার নন্দী বলেন, মামলার প্রধান আসামি আজাদ জামিনে মুক্তি পাওয়ার পর থেকেই পলাতক আছেন। অপর আসামি মিন্টুর উপস্থিতিতে মামলার রায় ঘোষণা করা হয়। পরে আসামি মিন্টুকে কুষ্টিয়া জেলা কারাগারে পাঠানো হয়।

কুষ্টিয়ায় সেনাবাহিনী পরিচয়ধারী প্রতারক আটক

কুষ্টিয়ায় সেনাবাহিনী পরিচয়ে চাকুরী দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে চাকুরী প্রত্যাশীদের নিকট হতে বিপুল পরিমান টাকা হাতিয়ে নেওয়া মোঃ রাকিবুল ইসলাম (২৪) নামে এক প্রতারককে আটক করেছে র্যাব।

বুধবার বিকেলের দিকে সিপিসি-১ কুষ্টিয়া ক্যাম্পের স্কোয়াড কমান্ডার সিনিঃ এএসপি মোঃ আবুল কালাম আজাদ এর নেতৃত্বে একটি চৌকষ আভিযানিক দল গোপন সংবাদের ভিত্তিতে কুষ্টিয়া শহরতলীর চৌড়হাস আর্দশপাড়া থেকে একটি বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে তাকে আটক করে।

আটককৃত প্রতারক মোঃ রাকিবুল ইসলাম কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার ধুবইল এলাকার মোঃ আব্দুর রহমানের ছেলে।

সিপিসি-১ কুষ্টিয়া ক্যাম্পের স্কোয়াড কমান্ডার সিনিঃ এএসপি মোঃ আবুল কালাম আজাদ জানান, কুষ্টিয়ায় সাম্প্রতিক সময়ে সেনাবাহিনী ও অন্যান্য সরকারী চাকুরীজীবি পরিচয়ে সরকারী ও বেসরকারী চাকুরী দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে অনেক প্রতারক চক্র চাকুরী প্রত্যাশীদের নিকট হতে বিপুল পরিমান টাকা হাতিয়ে নিচ্ছিলো।

এমন অভিযোগের ভিত্তিতে কুষ্টিয়া শহরতলীর চৌড়হাস আর্দশপাড়া থেকে প্রতারক মোঃ রাকিবুল ইসলামকে আটক করা হয়েছে।

এসময় আসামীর নিকট হতে সেনাবাহিনীর ইউনিফর্ম ৩সেট, সেনাবাহিনীর বুট ১ সেট, সেনাবাহিনীর আইডি কার্ড ১টি, সেনাবাহিনীর বেল্ট ১টি, সেনাবাহিনীর ড্রাইভিং লাইসেন্স ১টি, সেনাবাহিনীর ফিল্ড ক্যাপ

১টি, সেনাবাহিনীর কাপড়ের মাস্ক ১টি, সেনাবাহিনীর ড্রেস

পরিহিত ছবি ৫টি, ন্যাশনাল আইডি কার্ড ১টি, মোবাইল ফোন ১টি এবং সীম কার্ড ১টি, উদ্ধার করা হয়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে আসামী তার নিজের অপরাধ স্বীকার করে এবং বহু লোককে চাকুরী দেওয়ার কথা বলে টাকা আত্মসাৎ করেছে বলে জানায়। উদ্ধারকৃত আলামত সহ ধৃত আসামীর বিরুদ্ধে কুষ্টিয়া সদর মডেল থানায় একটি প্রতারনার মামলা দায়ের করা হয়েছে।

৫ দিন ধরে নিখোঁজ, কুষ্টিয়ায় সাংবাদিক রুবেলের মরদেহ মিললো নদীতে

কুষ্টিয়ায় নিখোঁজ হওয়ার পাঁচদিন পর গড়াই নদীতে সাংবাদিক হাসিবুর রহমান রুবেলের মরদেহ পাওয়া গেছে।

বৃহস্পতিবার (০৭ জুলাই) দুপুর দেড়টার দিকে কুষ্টিয়ার কুমারখালী উপজেলার কুমারখালী পৌরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের তেবাড়িয়া গ্রামের নির্মাণাধীন গোলাম কিবরিয়া ব্রিজের নিচে গড়াই নদী থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ।

নিহত রুবেল কুষ্টিয়া জেলা রিপোর্টার্স ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ও স্থানীয় দৈনিক কুষ্টিয়ার খবর পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ছিলেন।

তিনি কুষ্টিয়া শহরের হাউজিং এ ব্লক এলাকার মৃত হাবিবুর রহমানের ছেলে।

নিহতের ছোট ভাই মাহবুর রহমান ও কুমারখালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কামরুজ্জামান তালুকদার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

জানা যায়, গত রোববার (৩ জুলাই) রাত ৯টার দিকে মোবাইল ফোনে একটি কল পেয়ে কুষ্টিয়া শহরের সিঙ্গার মোড়ে নিজের পত্রিকা অফিস থেকে বের হন রুবেল। বের হওয়ার সময় তিনি তার অফিসের পিয়নকে

বলেছিলেন, ‘বাইরে থেকে আসছি’। এরপর থেকে তিনি নিখোঁজ ছিলেন। তার মোবাইল ফোন নম্বরটি বন্ধ ছিল। এ ঘটনায় কুষ্টিয়া মডেল থানায় সাধারণ ডায়েরি করে তার পরিবার।

কুমারখালী থানার ওসি কামরুজ্জামান তালুকদার জানান, বৃহস্পতিবার দুপুরে ব্রিজের নিচে নদীতে একটি মরদেহ ভেসে ওঠে। খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে। পরে পরনের পোশাক ও মানিব্যাগে থাকা পরিচয়পত্র দেখে তার পরিবারের লোকজন তাকে শনাক্ত করেন।

তিনি আরও জানান, মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য কুষ্টিয়া মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হচ্ছে। রুবেলকে হত্যা করা হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। অপরাধীদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনতে পুলিশ কাজ করছে।

কুষ্টিয়ায় পৃথক দুটি মামলায় যাবজ্জীবন- ১ ও অপরজনের ১০ বছরের কারাদন্ড

কুষ্টিয়ায় বড় ভাবীকে হত্যার দায়ে শুকুর আলী নামে একজনের যাবজ্জীবন কারাদন্ড ও একই সাথে ২০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও এক বছরের সশ্রম কারাদন্ড এবং দেশীয় তৈরীর এলজি (বন্দুক), ৩ রাউন্ড গুলি, ২টি ককটেল বোমা রাখার অপরাধে তাজুব্বর মালিথা নামে অস্ত্র মামলায় ১০ বছরের কারাদন্ডের আদেশ দিয়েছেন আদালত।

সোমবার দুপুরে অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজের বিচারক মোঃ তাজুল ইসলাম আসামীদের উপস্থিতিতে এই পৃথক দুটি মামলার রায় ঘোষনা করেন। রায় প্রদান শেষে কড়া নিরাপত্তায় আসামীদেরকে জেলাকারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

হত্যা মামলার সাজাপ্রাপ্ত আসামী হলেন দৌলতপুর উপজেলার পূর্ব আমদামী ঘাট এলাকার মৃত সাহাজ উদ্দিন শেখের ছেলে শুকুর আলী এবং অস্ত্র মামলার আসামী হচ্ছেন মিরপুর উপজেলার চিথলিয়া বাজারপাড়া

গ্রামের আকবার মালিথার ছেলে তাজুব্বর মালিথা।

আদালত সূত্রে জানা যায় ২০১৩ সালের মার্চের ২০ তারিখে আসামী শুকুর আলী পানি না নিয়ে বাথরুমে যান। পরে আসামীর মেয়ে বিথী (৭) এর কাছে বাথরুমে এসে পানি দিতে বললে তার মেয়ে পানি না দিয়ে চলে যায়। পরবর্তীতে বদনায় করে বাথরুমে পানি না দেওয়ার কারণে মেয়েকে গালিগালাজ করতে থাকে। আসামীর বড় ভাবী রওশনা তার মেয়েকে গালিগালাজ করতে নিষেধ করায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠানে থাকা কোদালের ধারালো পাশের উল্টা পিঠ দিয়ে আসামীর বড় ভাবী রওশনা কে মাথার পিছনে আঘাত করিলে গুরুত্বর রক্তাক্ত জখম হন এবং ঘটনাস্থলে মারা যান। এ বিষয়ে দৌলতপুর থানায় একদিন পরে নিহতের ভাই বাদী হয়ে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন।

তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্ত শেষ করে ২০১৩ সালের অক্টোবর ০২ তারিখে আদালতে চার্জশীট দাখিল করেন এবং সাক্ষীপ্রদান শেষে আজ এ রায় ঘোষণা করেন।

অপরদিকে, ২০১২ সালের জুনের ১৬ তারিখে মিরপুর থানার পুলিশ অভিযান পরিচালনা কালে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানতে পারেন মিরপুর উপজেলার চিথলিয়া গিয়াস উদ্দিন পিস্তলের বাড়ীর উত্তর পাশে আম কাঠালের বাগানের মধ্যে সন্ত্রাসীরা সন্ত্রাসী কর্মকান্ড করার জন্য অস্ত্রগুলি ও বোমাসহ অবস্থান করছে।

এমন সংবাদের ভিত্তিতে ঘটনাস্থলে পুলিশ উপস্থিত হলে কয়েকজন লোক দৌড়াইয়া পালানোর চেষ্টা করে। তখন পুলিশের সহায়তা তাদের পিছু ধাওয়া করে তাজুব্বর মাথিলার দেহ তল্লাশী করে একটি দেশীয় অস্ত্র এলজি বন্ধুক এবং কোমরে গোজানো অবস্থায় তিন রাউন্ড গুলি উদ্ধার করে পুলিশ। পরবর্তীতে মিরপুর থানায় পুলিশ বাদী হয়ে একটি অস্ত্র আইনের মামলা দায়ের করেন। মামলার তদন্ত শেষে আদালত আজ এই রায় ঘোষনা করেন।